সংবাদ

তারিখ ... 1 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন অব্যাহত

এক বছরে 'এ' ক্যাটাগরির স্কুল কমেছে এক হাজার ৭৯৪টি

● ৩২ বছরে অপচয় ৭০ কোটি টাকা

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়নে ২০১১ সালে সারাদেশে 'এ' ক্যাটাগরির (অতি উত্তম) স্কুল ছিল দুই হাজার ৫১১টি। অপ্রত্যাশিতভাবে ২০১২ সালে 'এ' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা এক হাজার ৭৯৪টি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭১৭টিতে। এই মূল্যায়ন কার্যক্রমকে বলা হয়, আইসার বা ইনস্টিটিউশনাল সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট সামারি, যার বাংলা নাম 'সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-মূল্যায়ন'। এই স্ব-মূল্যায়নের নামে চলছে ঋণের অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১২ বছর ধরে এ ধরনের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা গচ্চা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্তাব্যক্তিরা। অপব্যয় করেছেন মূল্যবান সময়। মাউশির এক পরিচালক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় আমলা ও প্রকল্পের কর্মকর্তারা আইসারের নামে ঋণের অর্থের অপচয় করেছেন বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু নীরব-নির্বিকার উর্ধ্বতন মহল। ২০১১ সালে এই খাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় ৩৫ কোটি টাকা, যার পুরোটাই অপব্যয় হয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এছাড়া স্ব-মূল্যায়নপত্রে বাণিজ্য নির্ভর স্কুলগুলোকেও দেশের শীর্ষস্থানীয় ভিকারুননিসা নূন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সমমান ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মাইলস্টোন স্কুলকে সেরা প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য ধরা হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই আইসার কার্যক্রমকে বিতর্কিত, বিভ্রান্তিকর ও ভুয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আইসার কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকা মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক 'সংবাদ'কে বলেছেন, '২০১১ সালে প্রধান

স্কুল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

স্কুল : কমেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকরা ভুল তথ্য দিয়েছিল। ২০১২ সালে তারা সঠিক তথ্য দিয়েছে। তাই সর্বশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে 'এ' ক্যাটাগরির সংখ্যা কমেছে।'

দাতা সংস্থার ঋণের অর্থে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ঠিক হচ্ছে কী না জানতে চাইলে ড. সিরাজুল হক বলেন, 'এসইএসডিপি প্রকল্পের সহযোগিতা ও সরকারের নিজস্ব অর্থায়নেই তা করা হচ্ছে। এতে কোন অর্থ অপচয় হচ্ছে না। সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজ করেই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।'

সম্প্রতি প্রকাশ হওয়া সর্বশেষ আইসার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সারাদেশে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৮ হাজার ৫৮২টি। এরমধ্যে ২০১২ সালে ১৮ হাজার ৪৬৬টি স্কুলের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার শতকরা হার ৯৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

জানা যায়, বিভিন্ন সূচকে- শিখন শেখানো পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা, শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব, সহ-শিক্ষাক্রমিক কর্মসূচি ও শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের মাধ্যমে ২০১২ সালে ৬৪টি জেলার সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্ব-মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ৭১৭টি স্কুলকে 'এ' (অতি উত্তম), ছয় হাজার ৪০২টিকে 'বি' (ভালো), সাত হাজার ১৩৭টি স্কুলকে 'সি' (মধ্যম), তিন হাজার ৯৪১টি স্কুলকে 'ডি' (দুর্বল) এবং ২৬৯টি স্কুলকে 'ই' (অকার্যকর) ক্যাটাগরি ধরা হয়েছে।

এর আগের বছর ২০১১ সালে দুই হাজার ৫১১টি স্কুলকে 'এ' (অতি উত্তম), ৯ হাজার ৩৭ টিকে 'বি' (ভালো), চার হাজার ৮২২টি স্কুলকে 'সি' (মধ্যম), এক হাজার ৬৫৩টি স্কুলকে 'ডি' (দুর্বল) এবং ১৫১টি স্কুলকে 'ই' (অকার্যকর) ক্যাটাগরি ধরা হয়েছিল। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে স্কুলের মানের পুরো চিত্রই উল্টে-পাল্টে গেছে।

জানা গেছে, ২০০০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেসিপ (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট) প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-পিএমবি) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে ২০০৬ সালে সেসিপ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০০৭ সালে ওই প্রকল্পের আদলে চালু করা এসইএসডিপি (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট), যার অধীন বা অর্থায়নে পিএমবির কার্যক্রম চালু হয়।

২০১১ সালের অক্টোবরে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) মিলনায়তনে এক কর্মশালায় গোঁজামিল দিয়ে স্ব-মূল্যায়নের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক। এতে অনুষ্ঠানেই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ওয়েবসাইট থেকে তা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। এরপরও ঋণের অর্থের অপব্যয় করে গত বছরের চেয়ে এবার পুরো উল্টো চিত্র দিয়ে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ড. সিরাজুল হক।

প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-মূল্যায়ন ছকে বলা হয়েছে, স্কুল কর্তৃক পূরণকৃত প্রতিটি আইসার ফরম উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা যাচাই করে দেখবেন এবং এ সংক্রান্ত কোনরূপ ব্যাখ্যা, সংশোধন বা অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। শিক্ষা কর্মকর্তা আইসার স্কোর যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, সহকারী পরিদর্শক অথবা সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তাদের মূল্যায়ন কাজে সম্পৃক্ত করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রদত্ত কোন স্কোরের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা একমত হতে না পারলে সংশ্লিষ্ট সাব-ইন্ডিকেটরের (নির্দেশক) জন্য প্রদত্ত নম্বরের পাশে লাল কালিতে নম্বর প্রদান করে অনুস্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রদত্ত নম্বরই বিবেচিত হবে।